আঁশটে বিপ্লব

খানিক আগের ভরসা বদলে হয়েছে ভয়, সদলবলে অদলবদল
যদিও নতুন নয়, তবুও আঁশটে একটা গন্ধ লাগছে চোখেমুখে,
কাক যদি হঠাৎ করে কাকতাড়ুয়া সেজে দাঁড়ায় রুখে
মেনে নেওয়া সহজ কি? তবু না মেনে উপায় কই?
লালসবুজ মলাটে মোড়া ঘুণধরা সেই একি বই
তুমিও পড়ো, আমি পড়ি, সিলেবাস ওভাবেই বানানো,
তোমার চাওয়াই আমার চাওয়া, ধাতব শব্দে জানানো।
অগত্যা কাঁধে কাঁধ মেলাই, কাজ বলতে কাটি ঘাস,
মনে চির উত্তম, দৃঢ় বলতে তেইশে সুভাষ,
আর কিইবা বলার মতো আছে? নিজের বলতে
বাকি কিছুই নেই, অন্যের পায়ে পায়ে নিজেদের টলতে
দেখে অভ্যস্ত আমরা, নিজেদের ভুলে বেরিয়ে আসার
কী নিদারুণ চেষ্টা, বউ বাচ্চা বাজি রেখে পাশার
দান আজও আমরা শিখিনি, পারবনা বোধহয়,
বইয়ের টেবিলে পুরোনো গ্লোবে বৃষ্টি হয়, রোদ হয়,
আমি ঠায় একইভাবে বসে, ছিঁচকাঁদুনে বেড়াল হয়ে
গেরস্তের পাঁচিলের ওপর, মাছের কাঁটায় সময় বয়ে
যায়, সাহস থাকলে বলতাম তোমার সাথে হাত মেলানোর
শেষ আজ।
জমুক এবার নীতির লড়াই, অর্থের সাথে রাজ।

কথোপকথন

তুমি বললে, কর্তব্য করা মানেই পাশে থাকা নয়,
আমি বললাম,
আপত্তি না করাও তো সম্মতির সমার্থক হতে পারেনা।
তুমি বললে, ভিতরে না বাইরে, বুঝিনা কোথায় ওতপ্রোত,
আমি বললাম, সম্পর্ক মরেনা,
ডায়মন্ড লাইনে গড়াগড়ি খায় বড়োজোর।
তুমি বললে, সামনে রবিঠাকুর থাকলে কি
ও-বাড়ির পঞ্চাননকে ভালোবাসা যায়?
আমি বললাম, নরেন চৌধুরীর ছবির দিকে তাকাও —
যেদিকেই যাবে, চোখদুটো তোমাকে ধাওয়া করবে।

কাটাকুটি

কার ভুল কে করবে ঠিক?
কে ঠিক, কে ভুল?
কার ঠিক কার চোখে ভুল মনে হয়,
ঠিক ভুলগুলোই করি দুজন,
কখনও ভুল করে ঠিক করি, ভাবি,
হয়তো দেখব দুজনেই ঠিক, তাই যেন হয়।

ঠিক করেছি

ঠিক করেছি কাটব না কখনও আর রিটার্ন টিকিট,
যতদিন বাঁচব, বাসের জানলা দিয়ে বাইরেই রাখব হাত,
গাছ আর বই দেখলেই পাতা ছিঁড়ব,
দিনের পর দিন জাগব রাত। ঠিক করেছি
ছোটোবোনটা মারা গেলে পোড়াব না,
ভাসিয়ে দেব জলে, খাক ছিঁড়ে মাছে,
আগের বাবা খুন হলে, পরের যে জন বাবা হবে,
তার জন্যে হুইলচেয়ার তৈরি করাই আছে।
ঠিক করেই ফেলেছি মা-কে খুব কাঁদাব,
বোতলে জমিয়ে সেই জল, মাটিতে আঁকব পঙ্গু চতুর্ভুজ,
কিছুটা জান্তব, কিছুটা শান্ত, কাউকে না জানিয়ে
'ঈশ্বর' রাখব তার নাম।
ঠিক করতে শুধু একটাই কাজ বাকি,
কাল সকালে উঠে সাজব কী —
বাল্মীকি না রাম?

সাহসী

"আমি তোর থেকে কাউকে বেশি ভালো হতে দেব না"
এটাই ছিল প্রথম লাইন।
নাম ছিল "বিনোদিনীর আয়না"।
অন্ধকারে ভেবে ভেবে লেখা।
এরপর কিছু লাইনে দুঃখ চাওয়া হয়েছিল,
কিছু আবেদনও ছিল,
মূলত চাওয়া হয়েছিল শরণাগত হতে।
প্রেমের না ঈশ্বরের -
কী প্রসঙ্গে লেখা ঠিক পরিষ্কার না হলেও,
সারারাত বৃষ্টিতে বাইরে পড়ে ছিল কবিতাটা।
ব্যক্তিগত ও ইচ্ছাকৃত বৃষ্টি।
আজ সকালে শুকনো হতে বোঝা গেছে, কবি বা তার কবিতা
আলাদা কিছুই নয়।
আর পাঁচটা কবির আর দশটা কবিতার মতোই।
রাত জেগে তাহলে ইউক্লিড মির্চা হওয়ার সাধ পূর্ণ হলনা।

দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়